প্রতিপত্তি।

(প্রহসন।)

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী প্রণীত

ও প্রকাশিত

১১।১ গোলক দত্তের লেন।

কলিকাতা।



১৩১৮।

মূল্য ছয় আনা

কলিকাতা,
৬৪।১ ও ৬৪।২ নং স্থকিয়া ষ্ট্রীট,
"লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

কলাকুশলীদিগের জীবন-কাহিনী লইয়া প্রহসন লেখায়, এই গ্রন্থই বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম। অতএব সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, যাঁহারা সম্প্রদায় বিশেষকে না চিনিবেন, তাঁহাদের রহস্য (humour) গ্রহণে বাধা পড়িবে না—উহা অত্যন্ত সাধারণ ও শ্লেষ-বিহীন হাস্য রস। এই গ্রন্থ বর্ণিত সম্প্রদায়, অন্যদেশে সকলের পরিচিত—কিন্তু, আমাদের দেশে তাহা না হইলেও,—তাহারা আছে। ইতি—

শ্রীপ্রণেতা।

চরিত্রগণ।

হেমেন	...	কবি।
রমেন	...	চিত্রকর।
অধর	...	দার্শনিক পণ্ডিত।
নগেন	...	দলে নবাগত ব্যক্তি।
জরদ্‌গব	...	একাধারে কবি, চিত্রকর দার্শনিক।
বিমল	...	যুবা জমীদার।
চঞ্চলা	...	হেমেনের স্ত্রী।
অঞ্চলা	...	রমেনের স্ত্রী।
শ্যামলা	...	অধরের স্ত্রী।

সভাপতি, সভ্যগণ, বাইজী. গায়কগণ,
দার্শনিক রমণীগণ, সংবাদ—
পত্রের সম্পাদক,
থিয়েটারের ম্যানেজার
ইত্যাদি।

প্রতিপত্তি।

১ম দৃশ্য।

হেমেনের বহির্ব্বাটী। সকাল বেলা।

হেমেন। সমালোচকেরা যে রকম জ্বালাতন আরম্ভ ক'রেছে, তাতে আমার হিমালয়ের অত্যুচ্চ গিরি শিরে ব'সে না লিখ্‌লে—আর, তাদের হাত হ'তে নিষ্কৃতি নেই।—আর আমার স্ত্রীর তাড়নায় কবিতা সুন্দরীও মুখ ফিরিয়ে র'য়েছে—

(চঞ্চলার প্রবেশ।)

চঞ্চলা।—সে র'য়েছে থাক্।

হেমেন। দেখ,—

চঞ্চলা। দেখেছি।—এক পয়সা আনবার ক্ষমতা নেই, আবার—রোখ্।

হেমেন। রোখ্ ক'র্ব্বো না—আমি যে কি, তা তো তুমি বুঝতে পা'চ্চো না।

চঞ্চলা। খুব পা'চ্চি—।

হেমেন। তাই বুঝি আমাকে, একটা প্রতিভাকে, এই রকম ক'রে অবহেলা ক'চ্চো। প্রতিভার একতিল অবমাননা হ'লে, জানো—সে কত অভিমান করে?

চঞ্চলা। পেটে ভাত নেই—আবার প্রতিভার অভি-মান—।

হেমেন। পেটে ভাত না থাকুক, কিন্তু মাথায় কত রকম কি ঘুরচে—তা জানো?

চঞ্চলা। হা ভগবান—আমি এমন কপাল ক'রেছিলাম কেন গো—

হেমেন। তোমার ভাগ্যি—যে আমি তোমার স্বামী হ'য়েছিলাম।

চঞ্চলা। আ—মর পোড়ার মুখো, খেতে দেবার ক্ষমতা নেই—এয়েছেন স্বামী হ'তে।

হেমেন। আসবো কি রকম—আমি তোমার স্বামী কি না? অস্বীকার ক'র্ত্তে চাও নাকি?

চঞ্চলা। তোমার পয়সা কড়ি আনবার ক্ষমতা নেই, আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি।—যাও, আমি রোজ রোজ আর এ জ্বালা সহ্য ক'র্ত্তে পারি না।

হেমেন। আহা—তুমি সহ্য কর সহ্য কর। রাই ধৈর্য্যং রাই ধৈর্য্যং—

চঞ্চলা। মরণ আর কি, রেখে দাও তোমার ফাজলামি। আমি তোমায় জব্দ ক'রে দিচ্চি—আমি আত্মহত্যা ক'রে ম'র্ব্বো না কি তোমার জ্বালায়?—বুঝে কাজ কর, জেনো আজ হাঁড়ি চোড়্‌বে না।

হেমেন। না চড়ে কুছপরোয়া নেই—উপোস ক'রে থাক্‌বো।

চঞ্চলা। আহা— কি বীরপুরুষ,—কিন্তু ছেলেমেয়ে গুলো?

হেমেন। সে তো আমার ছেলে মেয়ে—তোমার সে জন্যে ভাবতে হবে না।

চঞ্চলা। তোমার তার প্রমাণ কি ?

হেমেন। কেন—আমি তাদের বাপ কি না ?

চঞ্চলা। আমি তা জানি না।

হেমেন। কি—স্বীকার ক'চ্চো না ?

চঞ্চলা। না।

হেমেন। তা হ'লে আমিও তোমায় স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'চ্চি না—জেনো।

চঞ্চলা। বেশ। আমার জোগাড় আমি ক'রে নেবো। দেখি, না খেয়ে থাক কি ক'রে।

(বেগে প্রস্থান।)

হেমেন। যাও—আমি ম'লে তখন বুঝতে পার্ব্বে,—দেখবে কি নাম বেরোবে, আর কি হৈ চৈ হবে। আহা—এসো আমার কবিতা সুন্দরি ! তুমি আমার মন জুড়ে ব'সো। —এই আকাশ, এই বাতাস, নদী নদ সাগর পর্ব্বত প্রভৃতি, বিধাতা কি আনন্দময় ক'রেই সৃষ্টি ক'রেছেন। আমি যখন তার শোভা দেখি, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে যাই—আর বিস্মিত হ'য়ে, শূন্য পানে চেয়ে থাকি।

(গুন্ গুন্ করিতে করিতে প্রস্থান—
ও কন্যা সমভিব্যাহারে পুনঃ প্রবেশ।)

গা তো মা এই গানটা, আমি লিখলাম—

(লিপি প্রদান।)

গান।

নমঃ নমঃ নমো সুন্দর শুভ, শ্যামল শোভা ধরণি!
কত কাল তুমি র'য়েছ অয়ি—কোলেতে ল'য়ে জননি—
পুষ্পিত বন, সুনীল গগন, জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ ছবি
প্রখর কিরণ ঢালিয়া যেতেছে দিবসে তপ্ত রবি।
—চির কল্যাণ সাধিতেছ তুমি দেবতা আশীষ সম,
আমি থাকিয়া কোলেতে তোমার—কোথা অমঙ্গল মম।
ভ্রমর গুঞ্জন, পাখীর কুজন—নিত্য অপূর্ব্ব সঙ্গীত,
গিরি, নদী, নীর, শীতল সমীর, ছায়া সুরচিত।
যার প্রয়োজন তারি আয়োজন—রেখেছ অঙ্কেতে ধ'রি,
দিতেছ শরীরে জীবনের রস তুমি সঞ্চারণ ক'রি।
—চির কল্যাণ—ইত্যাদি।
শত তারকারা ফুটিয়া আকাশে, নাশিছে তিমির পুঞ্জে।
শত ভাব আসি শত দুঃখ নাশে—আমার হৃদয় কুঞ্জে।
যত কিছু সব বাঁধা সাথে তব—অনন্ত নিখিল বিশ্ব,
কত আসে সব, কত নব রব, কত নব নব দৃশ্য।
—চির কল্যাণ—ইত্যাদি।

(কন্যার প্রস্থান।)

(নগেনের প্রবেশ।)

হেমেন।—মনের মধ্যে যখন একটা ভাব আসে, একটা ভারি উত্তেজনা আনে। আবার যখন সেটা নেমে যায়—মনটা অমনি নানা দুর্ভাবনায় এসে পড়ে। একটা ভাব আসছিল, এমন সময় স্ত্রীটা এসে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে—কবিতা সুন্দরী যাই আমার প্রতি বিমুখ না, তাই।—নাটকখানা কিন্তু ক'দিন ধ'রে লেখা হ'চ্ছে না—।

নগেন।—আমাকে আপনাদের দলে নিন্।

হেমেন।—কলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা আমাদের মধ্যে হ'চ্চে। আর যে সকল খ্যাতনামা পুরুষ, যাদের নাম আজ পর্য্যন্ত কেউ. দুর্ভাগ্য বশতঃ জান্তে পারেনি—তাদেরই নাম আমাদের মধ্য হ'তে প্রকাশ পাবে। বুঝলেন ?

নগেন। তা হ'লে আমাকে—আপনাদের মধ্যে ক'রে নিন্।

হেমেন। আমাদের নিয়ম পদ্ধতি বড় কঠিন। আপনি কি তা পার্ব্বেন ?

নগেন।—আজ্ঞে তা পার্ব্বো।

হেমেন। আমাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। —যারা ক'রে ফেলেছে তাদের আর হাত নেই,—কিন্তু যারা করেনি তারা আর পার্ব্বে না। এই বিবাহের দরুণ, স্ত্রীগুলোর দ্বারা, আমাদের মধ্যে বড় বিঘ্ন আস্‌চে।

নগেন। সে কি রকম ?

হেমেন। স্ত্রীদের উপর আমরা প্রায় সকলেই চ'টে গিয়েছি। তারা কেবল খরচার জন্য পয়সা চায়, আর অত্যন্ত অসভ্য রকমে কথা কয়, যথা—"চাল নেই, হাঁড়ি চ'ড়বে না" —ইত্যাদি।

নগেন।—আমার আজও বিয়ে হয়নি।

হেমেন।—তা হ'লে আপনার কতকটা আশা আছে। আমাদের সকলকে জানাবো, দেখি—তাঁরা রাজি হন কি না।

নগেন। আপনি আমার জন্য একটু অনুরোধ ক'র্ব্বেন।

হেমেন। অনুরোধ করা আমাদের মধ্যে নেই, পাছে কেউ যদি কাওকে, ধারের জন্য অনুরোধ করে—

নগেন। আপনাদের মধ্যে কি ধার দেওয়া নিষেধ?

হেমেন। হ্যাঁ—তা হ'লেও আপনি আমাদের খুব ধার দিতে পারবেন, আপনার তাতে বাধ্‌বে না। ওটা শুধু আমাদের পক্ষেই নিষেধ।

নগেন। আপনাদের মধ্যে বোধ হয় ধনী লোক অনেকেই আছেন?

হেমেন। না। আমরা ধনী লোকদের উপর ভারি চ'টে গিয়েছি।

নগেন। কেন?

হেমেন। তাদের অনেকেই রুচিবিহীন, দুরভিসান্ধপূর্ণ।

নগেন। তা ঠিক। বড় লোকদের সঙ্গে আলাপ না রাখাই ভাল।

হেমেন। শুধু তা নয়—একেবারে যুদ্ধ উপস্থিত ক'র্ত্তে হবে। আমাদের মধ্যস্থিত কোন ভদ্রলোককে—অতি প্রবঞ্চনার সহিত একজন বড়লোক টাকা ফাঁকি দিয়েছে।—আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি আছেন কি না?

নগেন।—আজ্ঞে যুদ্ধ তো আমি জানি না।

হেমেন। আমরা তা শিখিয়ে নেবো। ব'লুন, আপনি রাজি আছেন কি না?

নগেন। আছি।

হেমেন। তবে আসুন—প্রতিবিধান করুন, যোগ দিন।—আমরা প্রতিভার বলে বলীয়ান হ'য়ে যাই তাদের কাছে অর্থের সন্ধানে, আর তারা কি না আমাদের অভাব বুঝে সুবিধা নেয়, ফাঁকি দেয়। তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য্য।—আপনি

একগাছ পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে তার গৃহে প্রবেশ ক'র্ব্বেন—আমরা অবশ্য আপনার পিছনে থাকবো,—পার্ব্বেন ?

নগেন। পার্ব্বার মত আমাকে ক'রে নেবেন।

হেমেন।—আচ্ছা সে হ'য়ে যাবে।

(অধরের প্রবেশ।)

—ইনি একজন মস্ত বড় দার্শনিক পণ্ডিত। আর আমাদের দলের।

নগেন।—তবে কি ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়া সম্ভব ?

অধর। আমার সঙ্গে আপনি আলাপের জন্য ব্যস্ত, আচ্ছা দাঁড়ান—আমি একটু হাঁপ ছেড়ে নিই।—আমাকে যে কত খাটতে হয় তার ঠিকানা নেই। আমি এই মোট ব'য়ে এলাম। জগৎ একদিন জানবে যে আমি অধরচন্দ্র—বিদ্যার মোট ব'য়ে জীবন কাটাচ্চি। দেখেছেন কি, আমি মোটা নয়,—রোগা। আমার আষ্টে পৃষ্টে বই বাঁধা র'য়েছে ব'লে আমায় মোটা দেখাচ্চে। কিন্তু, তা হ'লেও আমি বিদ্যা-গর্দ্দভ নই।—যাদের সঙ্গে জ্ঞানের পরিচয় মোটে নেই, যারা কেবল শুধুই মোট ব'য়ে বেড়াচ্চে।

হেমেন। আর জেনে রাখুন, যখন Library বন্ধ হ'য়ে যায়—তখন এঁর কাছে বই চাইলে, প'ড়তে পাওয়া যায়।

অধর। আমার সঙ্গে আলাপ ক'র্ত্তে চাইছিলেন, আসুন এইবার। আমি আমার পরিচয় দিলাম—আপনি আপনার দিন্। বলুন্—কি উদ্দেশ্য নিয়ে, আপনি জগতের কি মহৎ কাজে লেগেছেন ?

নগেন। আমি এইবার আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্চি। —তাতে যা হয় কিছু ক'র্ত্তে হবে।

হেমেন। উনি আমাদের দলে আসতে চান।

অধর। যখন উনি এসে জুটেছেন, তখন একটা নিয়ম ক'রে দাও, নূতন কেহ আমাদের দলে এলে—তিন দিন আমাদের সকলকে খাওয়াতে হবে।

হেমেন। তিনদিন কেন—পাঁচদিন, না—আটদিন, না—

নগেন। আমি অত পেরে উঠবো না।

অধর। পার্ব্বেন বৈ কি—নিশ্চয় পার্ব্বেন, আমরা বুঝতে পা'চ্চি।

হেমেন। আপনি খাওয়াবেন বৈ তো নয়—আর আমাদের কত কি কাজ ক'র্ত্তে হবে।

নগেন। আজ্ঞে আমি অত পেরে উঠবো না, ওতে খরচা আছে। আমি না হয় কাজ ক'র্ব্বো।

অধর। না—আপনি তা পার্ব্বেন না।

হেমেন। হ্যাঁ—আপনি কখনও মনে ভাব বা চিন্তা আন্‌তে পার্ব্বেন না।

অধর। আর কখনই—এ রকম বই ব'য়ে বেড়াতে পার্ব্বেন না।—দেখেছেন, আমার শরীর আড়ষ্ট মেরে গিয়েছে। এ বিদ্যার ভার, আপনি একদিনও ব'য়ে চ'ল্‌তে পার্ব্বেন না।—আর যদি ব'ন্ তো জানতে পার্ব্বেন—যে কি কষ্টকর।—আজ অনেক দিনের পর এ ভার, ঝেড়ে ফেলবার মতলব ঠাওরেছি।—এত বই আর বইতে হবে না, কেবল এক পকেটে একখানি ব্যাকরণ আর, অন্য পকেটে একখানি অভিধান —বাস্। সমস্ত ভাষাই

তা হ'লে, আমার হস্তগত রৈল—কিন্তু, ভয় হ'চ্চে পাছে সর্ব্ববিষয় জ্ঞান বিবর্জ্জিত—অজ্ঞান বৈয়াকরণিক হ'য়ে প'ড়ি।

নগেন।—আজ্ঞে আমি একদিন খাওয়াতে পারি।

অধর।—কিন্তু দেশের লোকগুলো কি আহাম্মক ছিল, দুনিয়ার জিনিস ছেড়ে দিয়ে, কেবল ব্যাকরণ মুখস্থ ক'ত্তো।

হেমেন। না—ওই তিনদিন রৈল।

নগেন। মাপ ক'র্ব্বেন,—আমি পেরে উঠবো না।

অধর।—তবে দু'দিন ক'রে দাও।

নগেন।—আমি একদিনের বেশী কিছুতেই পার্ব্বো না।

হেমেন। আর কি করা যায় তাই হোক্—

অধর। আপনি ঈশ্বর মানেন?

নগেন।—তা মানি বৈ কি।

অধর। ঈশ্বর কি তা জানেন্?

নগেন। যাঁকে আমারা উপাসনা করি—সেই ঈশ্বর।

অধর। না—

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

বুঝেছেন?

নগেন।—আজ্ঞে?

অধর। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

বুঝলেন।—

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

বুঝতে পাল্লেন ?

নগেন। বড় গভীর তত্ত্ব।

হেমেন।—ঠিক্ Geometryর Pointএর মত।

(বেগে রমেনের প্রবেশ।)

হেমেন। কি হে—তুমি যে অমন, হাঁপাতে—হাঁপাতে ?

রমেন। আরে বল কি—আমার স্ত্রী পালিয়েছে।

অধর। পালিয়েছে ?—বড় অবাধ্য স্ত্রী তো—হিন্দু স্ত্রীর এই কাজ !

হেমেন। খোঁজ—আগে। তারপর—ধ'রে, বেঁধে, আচ্ছা ক'রে—।

অধর। না—তাতে তত সুবিধা হবে না। আমি বলি রেগে—আর বাড়ীতে ঢুক্তে দিওনা।—তাতে তোমার বেশ খরচা ক'মে যাবে।

রমেন। নাহে—খরচা বাড়তেও তো পারে,—স্ত্রীর অভাব সব দিকের যে—

অধর। খরচা বাড়বে কি—পয়সা যখন আমাদের কাছে নিরাকার ব্রহ্ম।

নগেন। মশাই—আজ বেলা হ'য়েছে, আমি আসি তবে—

হেমেন। ও—আপনার খাওয়া হয় নি, আমাদের ওসব

একেবারে মনেই নেই। আমরা প্রায়ই গভীর বিষয়ের আলোচনায় থাকি—তাতে প্রায়ই খেতে ভুলে যাই—

অধর। তা ছাড়া আমরা—উপোস ক'ত্তেও খুব পারি।

নগেন।—আজ আমি আসি তা হ'লে।

হেমেন। আসুন্—কিন্তু খাওয়াবার বিষয় ভাবছেন কি?

নগেন। খাওয়াতে যখন হবেই, তখন পয়সার যোগাড় দেখি।

অধর। তাতে যদি ঘটি বাটি বেচতে হয়—নিয়ে আসবেন।

(নগেনের প্রস্থান।)

হেমেন। ওহে, ক'দিন থেকে মনে কেমন ভাব আস্‌চে না—কি ক'রি বল তো?

অধর। আমারও কেমন, দর্শনের একটা প্রশ্ন মীমাংসা ক'র্ত্তে গিয়ে আট্‌কে গিয়েছে—

রমেন। আমার কিন্তু ভাই স্ত্রী পালালো,—এযে বিষম ব্যাপার—

হেমেন। তা—পালাক্—পালাক্, ওতে কিছু যায় আসে না।

রমেন। তা না আসুক, কিন্তু পালালো কেন—?

অধর। আচ্ছা—এর আমি একটা দার্শনিক মানে, বের ক'রে দিচ্চি।

রমেন।—আমি কিন্তু ক্রমশঃ ভয়ানক রেগে যাচ্চি।

২য় দৃশ্য।

রমেনের শ্বশুর বাড়ী—রাত্রি।

অঞ্চলা। হাড় জ্বালাতন ক'রে তুলেছে। ছবি আঁকবে—তা বিক্রি ক'র্ব্বার নাম নেই। আর যে বড় বড় আরম্ভ ক'রে—একখানা আঁকতেই জীবন কেটে যাবার জোগাড়। তার উপর লোকের ঘরে ধরে না—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছবি। একটু বুদ্ধি নেই, বোঝে না কিছু—বড় ছবি আঁকতে খরচা বেশী, অথচ পয়সা আসে না! ক্রমাগত ঘরে জড় ক'রে রাখছে—বলে, ম'লে দামে বিক্রি হবে।— ওঁর পরকালে সাক্ষি দেবে। —একটি পয়সা আন্‌বার নাম নেই,—আমি রেগে মেগে বাপের বাড়ী চোলে এলাম—কাঁহাতক আর সহ্য ক'র্ব্বো।

(রমেনের প্রবেশ।)

রমেন। জানো আমি রেগেছি—ভয়ানক রেগেছি!

অঞ্চলা। রেগেছ তো ব'য়ে গেল—নিজের বাড়ী গিয়ে রাগ'গে, এখানে কি?

রমেন। তুমি জানো—যে তুমি পালিয়েছ?

অঞ্চলা। হ্যাঁ, তা পালিয়েছি—পালাব না,—বাবা।

রমেন। পালাবি—তা এখানে কেন'?

অঞ্চলা। পালিয়েছি—এখানে, আর এদের সব ব'লে দিয়েছি।

রমেন।—রে বিপ্লবকারিণি! স্বামীভক্তিবিহীনা কুল-কলঙ্কিনি তুই—

অঞ্চলা। মুখ সামলে কথা কও ব'লৃচি।

রমেন।—তুই পালিয়েছিস্, আর আমি মুখ সামলে কথা কবো—কথন নয়। আরে রে—

অঞ্চলা। "আরে—রে" আবার কি—খেতে দেবে না, আমি কি না খেয়ে ম'র্ব্বো।—এখানে চ'লে এসে বড় মন্দ ক'রেছি।

রমেন। কিন্তু, না ব'লে—ওরে পলায়নকারিণি!

অঞ্চলা। এখানে এলাম তাও সোয়াস্তি নেই।—"রে পলায়নকারিনি"—ব'লে, আবার জুলুম!

রমেন। খুব ক'র্ব্বো জুলুম ক'র্ব্বো—এই এখানে ব'সে রৈলাম, ছাখ্—

অঞ্চলা। তা থাকোগে।

রমেন। না—থাকবো না।

অঞ্চলা।—তবে যাও।

রমেন। যাবও না—।

অঞ্চলা। তবে কি ক'র্ব্বে?

রমেন। না—"কি" ও ক'র্ব্বো না।

অঞ্চলা। তুমি ক্ষেপেছ।

রমেন। ক্ষেপিনি'—ভয়ানক রেগেছি। আমার মনে ক্রোধের উদয় হ'য়েছে।

অঞ্চলা। থামো—ঠাণ্ডা হও।

রমেন। উঃ—এমন স্ত্রীর বাপের বাড়ী কথন আস্তে আছে।

অঞ্চলা। নেই,—তো এলে কেন?

রমেন। আচ্ছা এই চ'ল্লাম—দেখ্‌বি তোর কি ভয়ঙ্কর "বিরহ" হবে।

অঞ্চলা। তা হয়—হবে।

(রমেনের বেগে প্রস্থান।)

৩য় দৃশ্য।

পথ।—সন্ধ্যা।

নগেন। এদের মাথার একটু আধটু গোলমাল থাকলেও এরা এক এক জন মস্ত লোক। কি উদ্যম!—সমস্ত দিন ঘুরে বেড়াচ্চে এই দুপুর রোদে, একটু ক্লান্ত নয়। আমি কিন্তু আর পেরে উঠ্‌ছিনা। কোথায় সেই সকাল বেলা দুটো খেয়ে বেরিয়েছি—আর রোদে এই সমস্ত দিন।—বাবা।

(হেমেনের প্রবেশ।)

হেমেন। চ'লুন্, পথে একজনের সঙ্গে একটু কথা ক'য়ে নিলাম।—আপনার দাঁড়াতে বিরক্ত বোধ হয় নি?

নগেন। না—বরং একটু জিরেন পেলাম।

হেমেন। চ'লুন—ফের।

নগেন। আমি আর পা'চ্চি না মশাই,—না হয় একখানা গাড়ী দেখুন্।

হেমেন। গাড়ী ভাড়া ক'রে চলা আমাদের দলের পক্ষে নিষিদ্ধ,— নৈলে আমরা ভাড়া দিতে অক্ষম নয়।

নগেন। তবে একটু জিরিয়ে কিছু জলযোগ ক'রে নেওয়া যাক্ না হয়—।

হেমেন। না না—আমরা যে সে লোক নয়। এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে জল খাওয়া—কি জানি যদি কেউ দেখতে পায়, অমনি খবরের কাগজে লিখে দেবে।—আমাদের অনেক সামলে চ'লতে হয়।

নগেন। জল খাবেন তা খবরের কাগজে লিখবে কেন?

হেমেন। লিখবে মশাই—তা লিখবে।—আমি জল খেলে তা লিখবে—আর লোকে প'ড়ে তা আশ্চর্য্য হবে।

নগেন। আপনি যদি কোন দোষ না নেন্ তো,—আমি কিছু খেয়ে নিই।

হেমেন। আমি খাবোনা, আর আপনি খাবেন—আপনি যখন আমার সঙ্গে র'য়েছেন—তা কি কখন হ'তে পারে।

নগেন। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দেন?

হেমেন। আদৎ কথা—ও ময়রাকে আমি চিনি, ও একজন গ্রাজুয়েট্।—এখনি যদি দার্শনিক তর্ক আরম্ভ হয়,—টেনে ছাড়ান দায় হবে।

নগেন। খেতে যাবেন তা, দার্শনিক তর্ক হবে কেন? আসুন আপনি।

হেমেন। আমি—ওরে বাবা! ওকি, আপনি যে—পয়সা বার ক'চ্চেন্।

নগেন। আমিই না হয় দিলাম।

হেমেন। আপনি দেবেন—সে কি।

নগেন।—তা হোক্।

হেমেন। দেখুন।—আপনার খাওয়ার দরকারটা, বড়

সময়ে হ'য়ে প'ড়েছে—নৈলে আমি এখানে কথনই খেতাম না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে চটাচটি হওয়ায়—কাল রাত থেকে আমি খাইনি, তাই—।

নগেন। ক'রেছেন কি—কাল রাত থেকে খান্‌নি, অনাহারে, সমস্ত দিন এই প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘুরে বেড়াচ্চেন!

হেমেন। একেবারে খাইনি—এমন নয়।—বার দু'তিন গেলাস কতক জল খেয়ে নিয়েছি।

নগেন। আশ্চর্য্য—যে আপনি এখনও বেঁচে র'য়েছেন।

হেমেন। বেঁচে র'য়েছি, বেঁচে থাকবো। কীর্ত্তিস্তম্ভ—বুঝেছেন? আমাদের নাম চিরকাল থাকবে। বলুন্ আপনি—থাকবে কি না?

নগেন।—তা নিশ্চয় থাকবে

হেমেন। আপনি আমাদের দলে আসবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

নগেন। আপনি কিন্তু ধুক্‌ছেন, একজন ডাক্তারের কাছে চ'লুন।

হেমেন। না—আমরা কখন ডাক্তার দেখাই না। ডাক্তারের সঙ্গে আমরা আলাপ পর্য্যন্ত রাখি না, পাছে কেউ বিনা রোগে আমাদের চিকিৎসা আরম্ভ করে।

৪র্থ দৃশ্য

চিত্রশালা। সকাল।

রমেন। এই আলেখ্য-বস্ত্রখানাকে ঘরে ঢোকাতে কি কষ্টই পেতে হ'য়েছে। ছবি একটু বড় ক'রে না আঁকলে—এঁকে সুখ হয় না। আর বড় ক'রে আঁকলে বেশী আকর্ষণ করে।—এমন সুন্দর শুভ্র অঙ্কন-বাস দর্শনে আমার মন যেন আঁকবার জন্য ছুটে বার হ'চ্চে। আহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অনন্ত বিশ্বরূপ! অর্জ্জুন বিস্মিত ও পুলকিত হ'য়ে যাঁর স্তব ক'চ্চেন।—কি অনন্ত কি বিরাট ভাব! মনের মধ্যে কেবল এই ভাব জেগে র'য়েছে—অহরহঃ চিন্তা ক'চ্চি। না জানি কত হৃদয়-আবেগে, কত উত্তেজনায়, মন হ'তে এ জিনিস্ প্রসূত হবে? সহস্র সূর্য্যের প্রভা আমার বর্ণে দাও মা—অনন্ত কল্পনার আশ্রয় আমাকে দাও,—চিত্রদেবি, সরস্বতি! এই ঐশিকরূপ আঁকতে না পার্লে—আমার জীবন বৃথা। কি বিরাট পুরুষ দাঁড়িয়ে র'য়েছেন!—আর কি অনন্তের ছবি!

দৃশ্যান্তর—রমেনের বহির্ব্বাটী।

হেমেন। কি হে—তোমার স্ত্রী পালালো তার খবর কি?

রমেন। পালালো তাতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাপের বাড়ী—

হেমেন। মাল্লে না ছেড়ে দিলে?

রমেন। ভয়ানক রেগে গিয়েছিলাম, কি ক'ল্লাম—ঠাওরাতে পা'চ্চি না।

হেমেন। খুব রেগে গিয়েছিলে বুঝি—তা হ'লে ভয় পেয়ে গিয়েছে।

রমেন। মোটে নয়—আজকাল স্ত্রীলোকদের ভারি সাহস বেড়ে উঠেছে।

হেমেন। তার উপর বীরত্বও দেখা দিয়েছে।

রমেন। বীরত্ব কি রকম ?

হেমেন। স্ত্রী যে স্বামীকে ধ'রে মার্ত্তে পারে—আমি তা জানতাম না।

রমেন। তারপর।

হেমেন। তারপর আর কি, রাত্রে শুয়ে রৈলাম—উঃ সকালে গায়ে কি ব্যথা।

রমেন। আরে—স্ত্রীর সঙ্গে তুমি পা'র্লে না।

হেমেন। আমি কি পার্ত্তাম না—খাইনি যে সে দিন। ভরা পেটে থাকলে এবার আমি—তার দেখিয়ে দেবো মজা।

রমেন। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও।

হেমেন। যাচ্চে না কিছুতে—আচ্ছা আপদ জুটেছে।

রমেন। এ বিষয় একটা কিছু ক'র্ত্তে হ'চ্চে। স্ত্রী স্বামীকে মার্ব্বে—আর এও অসহ্য, স্ত্রী বাপেরবাড়ী গিয়ে স্বামীর ঘরের সব কথা ব'লে দেবে। এবার এলে, বেশ ঘা কতক উত্তম মধ্যম দিয়ে দেবো।

হেমেন। এই স্ত্রীগুলো নিয়ে বড় আপদে পড়া গেছে। না বোঝে কবিতা, না বোঝে গান—না দর্শন।

রমেন। কিছু না, খবরের কাগজ পর্য্যন্ত প'ড়তে পারে না।

হেমেন। যা ব'লেছ—একেবারে গন্ধ পর্য্যন্ত জানে না।

(অধরের প্রবেশ।)

অধর। ব্যাপার কি ?

রমেন। কিসের—?

অধর। দেখ, আমাদের নামগুলো খুব জাঁকিয়ে তুল্‌তে হবে।

হেমেন। কিন্তু,--আগে টাকার জোগাড় কিছু ক'র্ত্তেই হবে। কিছু হ'চ্চে না কোন দিকে।

রমেন। টাকার জোগাড়—ও আপনি হ'য়ে যাবে। আমার সেই ছবিখানা বেচলেই, কিছু টাকা আসবেই –আসবে।

অধর। আমিও একখানা মাসিক পত্রিকার সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ক্রমাগত দার্শনিক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ ক'রে দিচ্চি।

হেমেন। আর আমার নাটক থিয়েটারে অভিনয় ক'র্ত্তে দিলেই টাকা আসবে।—তা'রা আজকাল বেশ পয়সা দিচ্চে।

রমেন। বেশ লাগাও।

অধর। খুব ক'রে লাগাও তবে।

হেমেন। বাস্—।

(নগেনের প্রবেশ।)

এই যে নগেনবাবু এসেছেন।

রমেন।—দেখুন স্ত্রীগুলো আমাদের বড়ই বেয়াড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

হেমেন। আমরা ম'লেই যেন তারা বাঁচে, এই রকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

অধর। আমরা ম'লে কিন্তু তখন বুঝ্‌তে পার্ব্বে, দেখবে, যে কি স্বামীরই স্ত্রী ছিলাম—।

রমেন।—একটা গর্ব্ব অনুভব ক'র্ব্বে। এখন ঝগড়া ক'চ্চেন আর বিশ্বাস ক'চ্চেন না,—ম'লে যখন ভয়ঙ্কর দামে ছবি বিক্রি হবে, তখন আক্ষেপ ক'র্ত্তে হবে।

হেমেন। উঃ—কি নাম বেরোবে—আর কি হৈ চৈ হবে!

রমেন। মনটা কেমন দ'মে আছে—এখন কোন রকমে একটু আমোদ করা যায় কিসে?

হেমেন। একটা সভা ক'রে দাও, তাতে বেশ আমোদ হবে।

অধর। আমি কিন্তু তা হ'লে প্রথমে উঠেই এক প্রবন্ধ পাঠ ক'র্ব্বো।—প্রবন্ধের নাম হবে "অস্থিত চিন্তা"।

হেসেন। আমরাও—তা হ'লে নাটকের দু'চারটা দৃশ্য অভিনয় ক'র্ত্তে হবে।

রমেন। আমার যে কোন একখান—প্রসিদ্ধ চিত্র প্রদর্শন ক'রে দেওয়া যাবে।

নগেন। কোথায় হবে?

হেমেন। তাই তো—এটা তো, ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারা যাচ্চে না।

অধর। দার্শনিক মতে, আমাদের স্থানাভাবেই—এটা ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারা যাচ্চে না।

হেমেন। দর্শন একটা মহাশাস্ত্র,—মেনে চ'ল্‌তে হবেই।

অধর। আর, প্রশ্ন যে রকম ভাবেই পড়ুক—দর্শনে তার মীমাংসা হ'য়ে যাবেই।

রমেন। কিন্তু—

অধর। কিন্তু মিন্তু নয়,—চুপ্।

রমেন। আচ্ছা।—আপনি তা হ'লে খাওয়াচ্চেন কবে?

অধর। হ্যাঁ, খাওয়াটা ঐ দিনেই লাগিয়ে দিন।—আমি কেমন ও কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

নগেন। আজ্ঞে—সে দিন লোক বেশী হবে।—আমি শুধু—

অধর। কাজের আশ্চর্য্য ফল,—মহা দার্শনিক ভাব।

রমেন।—সকলে চেঁচাও—হাততালি দাও। লাফাও।

নগেন আমি শুধু আপনাদের ক'জনকেই খাওয়াতে পারি।

হেমেন। আমরা সে চালিয়ে নেবো। একদিনই দুই হবে—কি আমোদ!

নগেন। আমি আসি তা হ'লে—

অধর। আসুন। (নগেনের প্রস্থান।)

হেমেন। এত করা যাচ্ছে—কিন্তু স্ত্রীগুলো কিছু বুঝ্তে পা'চ্চে না।

রমেন। বুঝ্তে পার্ব্বে তারা—যখন জগৎ জান্বে আমাদের নাম।

হেমেন। ওহে—সে দিন বৃদ্ধ জরদ্গবের সঙ্গে, রাস্তায় দেখা হ'য়েছিল আমার।

রমেন। সকলে বল—জয় বৃদ্ধ জরদ্গবের জয়!—(সকলের চীৎকার)

অধর। ও রকম চেঁচিও না, আমাদের খুব গম্ভীর হ'তে

হবে। কিন্তু জরদ্গব নামটা যেহেতু দার্শনিক, চেঁচাতে পারো।

রমেন। তবে আবার তিনবার বল—জয় বৃদ্ধ জরদ্গবের জয়!—(তিনবার)

(জরদ্গরের প্রবেশ।)

জরদ্গব। তোমাদের হ'চ্চে কি সব?

হেমেন।—হ'চ্চে যে একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে হবে।

অধর। জগৎকে জানিয়ে দিতে হবে, আমি Fire—আমার গা গরম হ'য়ে উঠেছে। কিছুদিন বাদে Bay of Bengalএর ধারে সুন্দরবনের মধ্যে ব'সে থাকবো;—দূরে সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজে ক'রে লোক চ'লে যাবে, দেখবে, যে একটা Fire ব'সে আছে। আমার প্রকৃত পরিচয় পাবে; আমি আগুন—বহ্নি, সকল ক্লেদ ভস্ম ক'রে দেবো। বুঝেছেন?

রমেন। ছবিতে এমন এক বিরাট ভাব এঁকে যেতে হবে—যে সকলে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকবে।

হেমেন। বর্ষার জলপ্লাবিত ভূমির ভ্রাণে মন যেমন আলস্যে, তার প্রান্তভাগে এসে দাঁড়ায়—আমার কবিত্বের উচ্ছ্বাসে মানব হৃদয়, সেইরূপ, নব রস সিঞ্চিত তট হ'তে ফিরে যেতে পার্ব্বে না।

জরদ্। তোমরা ছেলের দল হ'লেও—আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজি আছি। তোমরা যখন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজে লেগেছ।

হেমেন। হ্যাঁ, আমরা তা উঠে প'ড়ে লেগেছি।

জয়দ্। আমি একটা গান রচনা ক'রেছি—শুন্‌বে ?

সকলে। শুনি, শুনি—

জয়দ্।—"কৃষ্ণ হে কোথা তুমি গেছ হে—রাধিকার প্রাণ চুরি ক'রিয়ে—(ওহে)—"

(সকলের উচ্চ হাস্য।)

জয়দ্।—এ ছবি খানা কি দেখি, দেখি।

রমেন।—"সীতা"—

জয়দ্। হুঁ—

রমেন। নন্দলাল বাবু ওখানা আমায় আঁকতে ব'লেছেন। —সেখানে গেলেই টাকা।

জয়দ্। আচ্ছা—আমি আসি তা হ'লে।

হেমেন। আসুন—আসুন। (জয়দাবের প্রস্থান।) কলসী দড়ি তুমি বুঝি ভুলে এসেছ হে—ওহে জয়দাব হে—

৫ম দৃশ্য।

নন্দলালের বহির্ব্বাটী।—বৈকাল।

নন্দ। আমি যে আপনার ছবি নেবো তা ঠিক—কিন্তু সময় আসুক, এখন সময় আসে নি।

রমেন। আপনি যে নেবেন আমি তা জানি, তাই সময় আসবার আগেই—আমি এঁকে এনেছি।

নন্দ। আপনি ক'রেছেন কি—আমার ছবির যে আজই দরকার, তা তো নয়।

রমেন। কিন্তু আমার দরকার যে আজই—তা তো বুঝতে পা'চ্চেন।

নন্দ। তাই তো—আপনি বলেন কি!

রমেন। আপনার কাছে এলেই টাকা পাবো—এই।

নন্দ। টাকা পাবেন আবার কি!

রমেন। এই ছবি আঁকায়—আর কি।

নন্দ। তবে কি ছবির দাম দিতে হবে নাকি?

রমেন। আজ্ঞে, দাম দিতে হবে সে কি—তবে কিছু টাকা দিতে হবে।

নন্দ। ছবি আঁকালে যে টাকা দিতে হয়—এ আমি কোন কালেই জানতাম না।

রমেন। কিন্তু আপনি যখন আঁকতে ব'লেছেন—আমি তখনই বেশ জানতাম।

নন্দ। আগে জান্‌লে—কোন শালা আপনাকে কিছু আঁকতে ব'লতো।

রমেন। কিন্তু যখন ব'লেছেন—তখন আর বৃথা দুঃখ্যু ক'র্ব্বেন না।

নন্দ। আপনি যে আমাকে মহা ফ্যাঁসাদেই ফেল্‌ছেন।

রমেন। আর আপনিও যে আমাকে—ফ্যাঁসাদে ফেল্‌তে চাইছেন।

(জরদগবের প্রবেশ।)

জরদ্। আমি এসেছি।—আমার ছবি দেখেছেন?—কি সুন্দর ছবি, দেখেছেন?

নন্দ। আপনি আবার কে—আশ্চর্য্য ক'ল্লেন যে!

জরদ্। আপনার ছবির দরকার আমি তা জান্‌তে পেরেছি ; আমি কেবল সন্ধানে ফিরি। আপনারা ছেলের দল ডেকে ছবি আঁকাবেন তাই শুনে ছুটে এসেছি। আমায় চিন্‌তে পা'চ্চেন না বুঝি ?

নন্দ। না বাবা—আর চিনে কাজ নেই।

জরদ্। আমি চিত্রকর—জানেন কি ?

নন্দ। এই পাশে আর একজন দাঁড়িয়ে র'য়েছে, দেখেছেন কি ?

জরদ্। দেখেছি,—আপনি দেখেছেন, আমার এই পাকা দাড়ি।

নন্দ। দাড়ি দেখে কি ক'র্ব্বো—যান্।

জরদ্। এই দাড়ি দেখিয়ে আমি অনেক পয়সা এনেছি —আর চুল পাকালাম।

নন্দ। কিন্তু আপনার, বিদ্যে বুদ্ধি একটুও পাকিনি—তা বুঝেছেন ?

জরদ্। ফের দেখুন আমার—দাড়ি।

নন্দ। আপনি—কে !

রমেন। মশাই—ও রেয়োভাটের ছেলে।

জরদ্। কি—আমি দার্শনিক, তা ছাড়া কবি, আর আমার শ্বশুর মহাধনী, আমি তাঁর পালিত জামাতা ছিলাম, বুঝেছেন—এই ছেলের দল আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, ক্রোধানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'চ্চে। আমার প্রতিষ্ঠা হরণ ক'রে, এরা আপনাদের গুণপনা জাহির ক'র্ত্তে চায়।

রমেন। মশাই ওকে তাড়িয়ে দিন, ওর নাম জরদগব।

ওর কামাবার পয়সা জোটে না ব'লে—দাড়ি রেখেছে। আর ও ভয়ানক খল তাই, ওর শরীরটা রোগা হ'য়ে লম্বা হ'য়ে উঠেছে।

জরদ্। জানিস্—আমার বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার ঈর্ষা প্রবৃত্তি কি রকম বৃদ্ধি হ'য়েছে? আমি কেবল শত্রুতা ক'র্ত্তে চাই। আমি জরদ্গব, ল্যাজের ঝাপটা মেরে ব্যাটাদের অস্থির ক'রে দেবো। ব্যাটারা—

রমেন। দেখেছেন মশাই, ল্যাজের ঝাপটা মার্ব্বে—আর ব্যাটারা ব'ল্‌চে।

জরদ্। আমি লোক ঠ'কিয়ে খেতুম, দাড়ি দেখে আর কেউ ভুল্‌ছে না—সে তোদের জন্যে।

(অধর ও হেমেনের প্রবেশ।)

অধর। এই যে শালা এখানে—মারো শালাকে। আমার নামে কাগজে লিখে, আমার বদনাম ক'রে ব্যাটা নিজের নাম জাহির ক'র্ব্বে।

হেমেন। আমার সঙ্গেও লেগেছ—শালা—

নন্দ। কি হ'য়েছে মশাই—ব্যাপার খানাটা কি?

অধর। আমার সঙ্গে লাগা—জানিস্ আমি Fire!

হেমেন। আমার একখানা নাটক—মশাই, থিয়েটারে দিয়েছিলাম—ব্যাটা সেখানে গিয়ে ব'লে এসেছে বই ফেরত দিও না, আমি ফেরত চাওয়াতে ম্যানেজার ব'ল্লে, বই খানা মশাই খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। তারপর দেখি যে, আমার বই Rehearsal হ'চ্চে।

রমেন। আর আমার কাছে শুনে, আমার ছবি দেখে এঁকে, এই মাত্র আপনার কাছে বেচতে এসেছে।

নন্দ। অতি পাজি লোক তো—

অধর।—তাড়িয়ে দিন ব্যাটাকে।

হেমেন। মশাই—তাড়িয়ে দিন শালাকে।

জরদ্। আমি তাড়ালে যাবো না,—আমার ছবি নিন্।

গান।

১

আমি একটা মস্ত পেণ্টার মনে মনে তাহা জানি,
যদিও অপরে কেউ বলে না তা—আমি'ই বা কারে মানি।
মানিতে যে মহা কষ্ট, আমাপেক্ষা সবাই শ্রেষ্ঠ—
বুঝিনা কিছুই, তবু আঁকিতে ধরেছি প্রকৃতি মানুষ ও কেষ্ট,
তা ছাড়া আমার—কবিত্বে, দর্শনে, স্থান মহা উচ্চ—
(কোরাস্) হিংসার অনলে আপনি দহিছ, সবারে করিছ তুচ্ছ
কে তুমি হে মহাদিগ্‌গজ—আছাড়িছ কেন পুচ্ছ!

২

তুলির চালনা রংয়ের খেলনা, আমার তুলনা নাই—
বুদ্ধিতে বিষম, বিদ্যায় অশেষ, উচ্চে আমার ঠাঁই।
গম্ভীর হয়েছি নৈলে চলে না, বিদ্যা পাছে যায় ঘেঁটে,
—বেজায় আস্থা—দাঁড়াও দেখাচ্চি, কলাটা ক'চ্চি একচেটে।
তা ছাড়া আমার—কবিত্বে, দর্শনে, স্থান মহা উচ্চ—
(কোরাস্) হিংসার অনলে—ইত্যাদি।

৩

Nature—Nature চেঁচিয়ে পাচার ক'চ্চি সবই জেনো—
(কিন্তু) Natureএর এক বিন্দু যদি, কি বলিব—আমায় সকলে মেনো।
বাহির ক'চ্চি রংবেরঙ্গের বীভৎস বিরাট ছবি,
দেশের লোকে বোঝেনা ব'লে জারিজুরি খাটে মোর সবি।
তা ছাড়া আমার—কবিত্বে, দর্শনে, স্থান মহা উচ্চ—
(কোরাস্) হিংসার অনলে—ইত্যাদি।

৪

ধনীর দুয়ারে ঘুরে ঘুরে মরি কোথাও যোটেনা অন্ন।—
আমি জানিনা করিতে সুখ্যাতি—ছলে নিন্দা ভিন্ন,
অন্যের চিত্রের যদিও মিত্রের, তবু ছাড়ি না তারেও,
আপন মনের দিই পরিচয়—(বাবা) স্নেহাৎ নাই কারেও।
তা ছাড়া আমার—কবিত্বে, দর্শনে, স্থান মহা উচ্চ—
(কোরাস্) হিংসার অনলে—ইত্যাদি।

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

রাজেন বাবুর বহির্ব্বাটী। সন্ধ্যা।

অধর। বাক্য মন প্রভৃতির দ্বারা তাঁর অনুভূতি হয় না; কিন্তু আবার, সৃষ্টির কারণ খুঁজিলেই তিনি ভিন্ন আর অন্য কিছুও পাওয়া যায় না। জগতই তিনি বা তাঁর ব্যাপ্ততায়; জ্ঞানেতেই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। অনন্ত জ্ঞানের দ্বারা যখন, আমি আছি সৃষ্টির কারণ মাত্র বোধে সকল প্রকার মায়া হ'তে আপনাকে মুক্ত ক'র্ত্তে পারা যায়,—শোক, তাপ, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি কিছুই যখন বিচলিত ক'র্ত্তে পারে না; তখন চিত্তের সমাধি হয়। আপনার কোন সত্ত্বাই থাকে না কেবল চৈতন্যটুকু থাকে—তাহাতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় বা ব্রহ্ম লাভ হয়।

রমেন। কিন্তু নগেন বাবুর জন্য আমাদের খুব সুবিধা হ'য়ে গেল।

নগেন। আমি এখানেই থাকি। আর রাজেন বাবুর

ছেলেকে পড়াই। রাজেন বাবুর এই বাড়ী—তিনি বেশ বড় লোক।

রমেন। হ্যাঁ—তা দেখতেই পা'চ্চি।

অধর। তারপর নগেন বাবু? দর্শন বড় দুরূহ।—হার-মোনিয়মটার ওখানে একখান চেয়ার দিন্।

নগেন। আজ্ঞে তা দিচ্চি—।

রমেন। নগেনবাবু না হ'লে কি আমাদের জোগাড় হ'তো এত—এই হারমোনিয়ম টোনিয়ম।

অধর। কিন্তু আমরা খানকতক চেয়ার এনেছি,—তার পায়া দুই একটা ভাঙ্গা থাকতে পারে। যদি কেউ ব'সলে ভেঙ্গে পড়ে,—অমনি সেরে দেবে, হাতুড়ি পেরেক হাতে ক'রে একজন লোক ঠিক থাকুক।

রমেন। হাঁ ওটা আগে দরকার।

নগেন। আচ্ছা আমি ঠিক ক'রে রাখছি।

(হেমেনের প্রবেশ।)

অধর। কি হে—তুমি ও রকম আড়ষ্ট মেরে র'য়েছ যে?

হেমেন। আরে ভাই কাপড় খানা কেচে দিয়েছিলাম, সমস্ত দিন ধ'রেও শুকোলো না। শেষে বিছানার চাদর মুড়ি দিয়ে এলাম।

রমেন। আরে যাও যাও শিগ্গির,—কাপড় প'রে এসো।

হেমেন। কিন্তু আমি না এলে যেন আরম্ভ ক'রে দিও না।

(হেমেনের প্রস্থান।)

অধর। কটা আলাদা আলাদা বিভাগ ক'রে দেওয়া যাক্। কবি সম্প্রদায় এক জায়গায়, গদ্য লেখকগণ এক জায়গায়, ঐতিহাসিকগণ এক জায়গায়, পৌরাণিকগণ এক জায়গায়, দার্শনিকগণ এক জায়গায়—

রমেন। আর চিত্রকরগণ এক জায়গায়, সমালোচকগণ এক জায়গায়। গাইয়েরা আসবে আমি তাদের ব'লে এসেছি।

অধর। আর বাইজী হেমেন ব'লে এসেছে। কিন্তু তারা পয়সা নেবে।

রমেন। তবে তাদের দরকার নেই। আমাদের কাছে পয়সা চায় তারা—এত দূর আস্পর্দ্ধা!

অধর। আমি সেইজন্য জনকতক দার্শনিক রমণীকে ব'লে এসেছি। তারা কিন্তু এসেই গাহিবে—"বিভব সম্পদ ধন যশ মান কিছুই চাই না, শুধু এক পেয়ালা চা।"

রমেন। চায়ের খরচ যে রকম বেড়ে উঠ্ছে তাতে সকলের কুলিয়ে উঠা কিন্তু মুস্কিল হবে। দার্শনিক মতে কার্য্য সম্পন্ন ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই।—আমার ছবিখানা ভালো রকম টাঙ্গানো হ'য়েছে তো, দেখি। বাঃ—ঠিক এই রকম থাক্।

(হেমেন ও অন্যান্য সভ্যগণের প্রবেশ।)

হেমেন। দাও, কাজ আরম্ভ ক'রে দাও। বাইজী আসছে আমি রাস্তায় দেখে এলাম।—কৈ সভাপতি এখনো আসেন নি যে?

(সভাপতির প্রবেশ।)

সকলে। আসুন্—আসুন্।

অধর। আপনার জন্য আমরা সভা আরম্ভ ক'র্ত্তে পা'চ্ছিলাম না।

হেমেন। ইনি আমাদের সভাপতি হ'লেন।

রমেন। তা হোন্, কেউ আপত্তি ক'র্ব্বে না।

সভা। তা হ'লে সভা আরম্ভ হ'লো!

(বাইজীর প্রবেশ।)

হেমেন। এই যে বাইজী এসেছে, তবে আগে বাইজীর গান হোক্।

সকলে। তাই হোক্।

বাইজী।—একটু জিরোতে দিন।

অধর। ও জিরোনো ফিরোনো নয়, গান আরম্ভ ক'রে দাও।

বাইজী। আচ্ছা—আপনাদের যা ইচ্ছা।

(গান আরম্ভ)—"আরে সেঁইয়া"

রমেন। ও সেঁইয়া মেঁইয়া নয়, দূর ক'রে তাড়িয়ে দাও।

অধর। হ্যাঁ আমরা সকলে ব'লচি সভাপতি মহাশয় ওকে তাড়িয়ে দিন। শিগ্‌গির দিন্।

বাইজী। তা আমার পয়সা দিন্, আমি এখনি চ'লে যাচ্চি।

রমেন। চ'লে যাও ব'লছি,ও পয়সা টয়সা এখানে হবে না—ভয়ানক রাগাচ্চো।

অধর। আমাদের চেনো না, জানো রাগ্‌লে আমাদের জ্ঞান থাকে না?

বাইজী। (হেমেনের কাপড় ধরিয়া) আমার পয়সা

দাও। জানো আমার কত লোকসান হ'লো. আমি ঘরে না থাকায় কত লোক এতক্ষণ এসে ফিরে গেল।

হেমেন। আমার কাপড় ধ'রে টানা?—ছাড়্ শিগ্গির—

অধর। ওহে—নিয়ে এসো আমার লাঠি।

সকলে। (চীৎকার) ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও—

(বল প্রয়োগে বাইজীকে দূরীভূত করণ ও গালাগালি দিতে দিতে বাইজীর প্রস্থান।)

অধর। এইবার দাঁড়িয়ে উঠে ঘরের মধ্যে সকলের পরিভ্রমণ ও গৃহ মধ্যস্থিত দ্রব্যাদির প্রতি—দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। কিন্তু কেহ কিছু অনুগ্রহ পূর্ব্বক যেন আত্মসাৎ ক'র্ব্বেন না। এর উদ্দেশ্য আমরা ব'লবো না, আপনারা বুঝে নেবেন।

রমেন। এর উদ্দেশ্য শুধু আমার প্রসিদ্ধ চিত্র দর্শন করা আর আপনাদের বিচার করা যে, চিত্রখানি প্রদর্শনিতে গিয়ে ফেরোৎ এসেছে, এ অন্যায় কাজের জন্য প্রদর্শনির কর্ত্তাদের গাল্ দিতে পারা যায় কিনা?

(সকলের পরিভ্রমণ ও চিত্র দর্শন, পরে—)

সকলে। খুব যায়—খুব যায়।

সভা। তবে এখন সেটা থাক্।—এইবার বোধ হয় কবিতা পাঠ?

অধর। না, যে কবিতা পাঠ ক'র্ব্বে, তাকে তৎক্ষণাৎ দূর ক'রে পুলিস ধরিয়ে দেওয়া হবে। কবিতা পাঠ একেবারে হবেনা এখানে।

হেমেন। এইবার আমার নাটক আরম্ভ। সভাপতি মহাশয় সকলকে ব'লে দিন যে, আপনি বিশেষ রূপে জানেন, এবং সে জানার দরুণ সকলে যেন ঠিক ব'লে মানতে বাধ্য হয়—যে আজ এখানে আমার প্রণীত "কিম্বদন্তী" নাটকের ও "বুদ্ধি হীন-বিপুল শ্রম" প্রহসনের মিলিত অভিনয়, জীবিত ব্যক্তিগণের দ্বারা যবনিকার অন্তরালে করা হবে।—তাদের লাফালাফির শব্দ ও ঘোরতর চীৎকার ধ্বনি শোনা যাবে কেবল।

সভ্য। কিসের জন্য—যবনিকার অন্তরালে, এই রূপ অভিনয় হ'চ্চে, সভাপতি মহাশয়কে কি আমি জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পারি?

সভা।—আমি তা কিছুই জানিনা।

হেমেন। শুনুন্, আমি ব'লছি—দৃশ্যপট ও সাজপোষাকাদির জন্য টাকা দিতে না পারায়, সে সব এসে পৌঁছয়নি। তাই যবনিকার অন্তরালে, অভিনেতা অভিনেত্রিগণ নগ্ন শরীরে, সুন্দর ভাবে সজ্জিত হ'য়ে—এই অভিনয় ক'চ্চেন।

(দৃশ্যপটের অন্তরালে লাফালাফি ও চীৎকার।)

সকলে শুনুন্ যবনিকার অন্তরালে যুদ্ধ হ'চ্ছে। কে হারলো কে জিতলো জানতে হ'লে—আমার বই কিনে প'ড়বেন কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম সংস্করণের পর গ্রন্থের আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি। অতএব বাজারে পাওয়া যাবে না। আর আমার নাটকে কি হ'লো কি হ'লো ভাব নেই।

(গায়কগণের প্রবেশ।)

অধর। এই যে গায়ক মহাশয়েরা এসেছেন। এইবার গান হবে। শুনুন্ সকলে—গান আপনারা।

গান।

বল—টাকা বিনা চলে স্ত্রী কিম্বা উদর কাহার,
কিন্তু জানতো যে, সেটা আনা কি কঠিন ব্যাপার ?
টাকার অভাবে প'ড়ে তাই ভদ্র লোক জন কত,
শেষে, করিল বাহির ভেবে ভেবে অবিরত—
একটা উপায় খাসা—বিনা শ্রমে টাকা আনার।
যে ক'রে ধার—পেলেই করা, খরচপত্রাদি আহার।
তার পর আহা, কেয়া মজা বাহা, কি যে সে ব্যাপার—
তাগাদা করিয়া মরিবে তাহারা উপায় নাই ফিরে পাবার
হেঁটে হেঁটে তারা, যখন হ'য়ে যাবে বেঁটে—অপেক্ষা চক্ষু বোঁজার
আদায়ের আশা ইহলোকে নাই—সেটা বিষয় হবে ভাব্বার
তাদের ঝুলে যাবে গোঁপ, হবে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ—
ছেড়ে চ'লে যাবে টাকা—ব'লে "দুত্তর"।
দফাটি করিয়া সাফ্, খালি মারা একটি লাফ্
দ'মে গিয়ে তারা দেবেনা "উত্তর"।

হেমেন। বাঃ বেড়ে গান।

রমেন।—"তাগাদা ক'রিয়া ম'রিবে তাহারা উপায় নাই ফিরে পাবার।"

অধর। অনেকটা ঠিক্ আমাদের সঙ্গে মিলে যাবার।

রমেন। কৈ দার্শনিক রমণীগণ এখনো এলেন না ?

অধর। আসবেন—নিশ্চয় আসবেন। সিঁড়ী দিয়ে নেবেছেন, দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন—এসে প'ড়লেন বোলে, তাদের দেখলে মনে হবে চন্দ্র নৃত্য ক'চ্ছেন, আর চারি পাশে সুধা ঝ'রে প'ড়চে।

সভ্য।—চন্দ্র কি নৃত্য করে ?

অধর। করে, করে—চুপ্।

সভা। আচ্ছা—যাক্।

(দার্শনিক রমণীগণের প্রবেশ।)

অধর। (অগ্রসর হইয়া) আসুন্, আসুন্—আমাদের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হওয়াতে আজ এখানে আপনাদের দর্শন পেলাম। আমি মহা দার্শনিক ভাবে যে আনন্দ না পেয়েছি—আজ আপনাদের দেখে তা পেলাম।

হেমেন। সভাপতি মহাশয় আপনাদের অনুমতির জন্য অপেক্ষা ক'চ্চেন।

নারী। অনুমতি কিসের?

হেমেন। আপনাদের অনুমতি পেলে তবে তিনি আপনাদের গাইতে ব'লবেন।

নারী। আচ্ছা তিনি গাইতে ব'লুন্—কিম্বা তিনি বলবার আগেই আমরা গাচ্চি। আপনারা কিন্তু গান শুনে বিরক্ত হবেন না।

সকলে। না না—আপনারা গান।

গান।

আমরা হাঁটিতে পারি খাটিতে পারি
ঝাঁপাতে পারি লাফাতে পারি
উদর ঠেসিয়া খাইতে পারি ;
নাচিতে পারি গাহিতে পারি.
চোখ দুটি তুলে চাহিতে পারি
আবার আমরা ভালবাসিতে পারি।

অধর। এ তো গেল দার্শনিক গান।

হেমেন। কিন্তু এতগুলো পারি ?

নারী।—ইনি, চন্দ্রবিম্ব মহাশয়া, বেশ ভাল কীর্ত্তন গাইতে পারেন।

রমেন। আচ্ছা গান্ উনি।

চন্দ্রবিম্ব। গাচ্চি—গানটা হেমেনবাবুর।

হেমেন। বলেন কি—আপনারা আমার গান গাইবেন!

গান।

আমি যে রমণী—কহিতে কি পারি,
সে কথা কেমনে কহিব গো—
(মরম কথা কেমনে কহিবো ?)
সে চাঁদ ধরিয়া পিয়িতে সে সুধা,
অধরে অধর মিলিল গো—
সাগর উছসি জোছনায় ভাসি,
সুধায় গরল আনিল গো।
আমি যে মজিনু মরিনু তাহাতে
অবশ শরীর করিল গো।

হেমেন। বা, বেশ—আপনি ভারি সুন্দরী তো!

রমেন। এ যে বিদ্যাপতির ভাব দেখছি।

সকলে। সুন্দর—সুন্দর।

অধর। এইবার দার্শনিক তর্ক। তারপর চা খাওয়া, তারপর সভা ভঙ্গ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ক্ষমতাশালী সমালোচক মহাশয় আসছেন সে পর্য্যন্ত চা পান হবেনা।

সভা। তর্কের বিষয় কি ?

অধর। আমি "অস্থিত-চিন্তা" নামক প্রবন্ধ পড়বো কথা ছিল—কিন্তু যখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত র'য়েছেন, তখন

তর্ক না হ'য়ে যেতে পারেনা। তাই বৃথা সময় নষ্ট না ক'রে শুধু তর্কই হবে।

সকলে।—তবে আরম্ভ ক'রে দিন্।

অধর। (তর্ক আরম্ভ)—ঈশ্বর আছেন! স্বীকার করুন ব'লছি।

প্রতি। না নেই। —কথনই নয়।

অধর। হাঁ আছেন।

প্রতি। নেই।

অধর। তবে রে—

প্রতি। দেখবি তবে?

অধর। মার্ব্বো থাপ্পোড়!

প্রতি। দেবো লাথি।

সকলে। মশাইরা করেন কি—থামুন থামুন! ছেড়ে দিন্।

অধর। খবর্দ্দার আমাদের কেউ ছাড়াবেন না—তর্ক মোটে আরম্ভ হ'য়েছে।

হেমেন। না, এ তর্ক থামাবার যো নেই। তবে হাতাহাতি না হয়, দুজনকে দড়ি দিয়ে দুইদিকে বেঁধে দাও—তর্ক চলুক্।

(দুজনকে দুই দিকে বন্ধন।)

অধর। এই বার আয় তবে।

প্রতি। ফের, বদমায়েস—ষাঁড়।

অধর। তুই—উল্লুক, ভেড়া, ভল্লুক।

(ক্ষমতাশালী সমালোচকের প্রবেশ।)

রমেন। সমালোচক মহাশয় এসেছেন, এইবার চা খাওয়া হবে, সকলে উঠে যান—আমাদের চা অতি অল্প।

সকলে। কি—আমাদের ডেকে এনে অপমান! আমরা চা খেতে চাইনা—দিলেও খাবনা। আমরা না মেরে যাবোনা—এ অপমানের শোধ নিয়ে তবে ছাড়বো।

(নারীগণের পলায়ন।)

অধর। ওহে—আমার লাঠি নিয়ে এসো!—বেধে গেছে।

রমেন। কুছপরোয়া নেই—লাগাও।—চা অল্প।

হেমেন। লাগাও—কিছুতেই চা আমরা বেশী দিতে পারব না।

(মারামারি করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।)

নগেন। মশাইরা ফিরুন্ ফিরুন্—আপনাদের আহার প্রস্তুত।

সমালো।—আর ফিরুন্।

(উভয় কর্ত্তৃক সকলের পশ্চাৎ অনুসরণ।)

‑ম দৃশ্য।

অধরের অন্তঃপুর। রাত্র!

চঞ্চলা।—একজন কবি।

অঞ্চলা।—আর একজন চিত্রকর।

শ্যামলা।—অপর একজন দার্শনিক।

চঞ্চলা। কি ভয়ানক মিলনই বিধাতা ঘটিয়েছেন।

অঞ্চলা। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্ত্তে—এরা কোন মতেই উপযুক্ত নয়।

শ্যামলা। কিছু বোঝেনা।—সর্ব্বদাই যেন খেপে আছে।

চঞ্চলা। আবার বলে কি না—আমরা ম'লে দেখবে কি হয়—

অঞ্চলা। তার মানে বেঁচে থাকৃতে কিছু হবেনা।

শ্যামলা। মানুষ হ'য়ে যখন এত জ্ঞান শূন্য, তখন কোন ভদ্রস্থই আর নেই।

অঞ্চলা। বল কি! বিয়ে ক'রে খেতে দিতে পারে না?

চঞ্চলা। আর সে বিষয়ে একটু ভাবেও না।

শ্যামলা। সবকটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা এখানে জোট্ বেঁধেছি; দেখি কি হয়।

চঞ্চলা। হ্যাঁ—এবার কোন একটা উপায় না ক'র্ত্তে পা'ল্লে আর বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্চি না। তিন দিন তো হলো, বাড়ী ঢোকে নি।

অঞ্চলা। রাগ ক'রে বাপেরবাড়ী চ'লে গেলাম—সেখানে গিয়েও জুলুম।

শ্যামলা। না—এবার বাছাধনদের কিছু ক'র্ত্তেই হবে। তাড়িয়ে দিয়ে ভালই ক'রেছি। যখন অন্য কোন উপায়েই কিছু ক'র্ত্তে পারা গেল না।

চঞ্চলা। বেশ ক'রেছি—বল কি! ঠ্যালাটা বুঝুন এখন। আমার তো যা গহনাপত্র ছিল তাই বেচে, সেই টাকায় কোন রকম ক'রে চালাচ্ছিলাম।

শ্যামলা। আমার তো বাড়ীর চারি পাশ খুঁড়ে রেখেছে। যত পয়সার জন্য বলি, তত গিয়ে মাটি খোঁড়ে—বলে পয়সা বেরোবে।

অঞ্চলা। বাস্তবিক এরা পয়সার জন্য মাটি খুঁড়ছেই

বটে।—আমার কিন্তু ভাই বাপের বাড়ী গিয়ে থাকা আর চলে না।

শ্যামলা। এখন চুরি করুক, ডাকাতি করুক, যা হয় একটা কিছু ক'রে দুপয়সা আনুক—নৈলে আর সংসার চলে না।

অঞ্চলা। চুরি ক'র্ত্তে খুব পারে যদি নিজের স্ত্রীর গহনা হয়, আর সে কিছু না বলে।

(জনৈক প্রতিবেশীর প্রবেশ।)

প্রতি। ওগো বাড়ীতে কে আছ,—রমেন, অধর, হেমেন মারা গিয়েছে শুনে এলাম।

চঞ্চলা। ওগো বল কি গো—তারা এ রকম মারা কেন গেল গো—(ক্রন্দন)

অঞ্চলা। এই যে কত রকম ক'রে বেড়াচ্ছিল গো—

(ক্রন্দন)

প্রতি। কি জানি খবরের কাগজে তাই লিখেছে।

শ্যামলা। খবরের কাগজেরা বুঝি তাই চায়—আমরা কেন তাদের তাড়িয়ে দিলাম গো—(ক্রন্দন)

প্রতি। তাঁদের জন্য শোক সভা হ'চ্চে।

চঞ্চলা। তা আবার কেন হ'চ্চে গো।

অঞ্চলা। তিন দিন আগে সকলেই যে, সকলকে দেখেছি গো—। একজন তারই মধ্যে ছিল চিত্রকর, আমি যে তারই স্ত্রী গো—(ক্রন্দন)

চঞ্চলা। কবি যে আর একজন ছিল গো—

শ্যামলা। দার্শনিক পণ্ডিত সে যে আমার ছিল গো—।

(ক্রন্দন)

৮ম দৃশ্য।

অন্ধকার পথ। রাত্রি।

জরদ্। আমি সেজে বেরিয়েছি। পাণ্ডিত্যে কি আমি কম. আমার প্রণীত "সনাতন-ধর্ম্ম-উল্কা" শীঘ্র প্রকাশিত হবে। বড় লোকদের কাছ হ'তে এই ছুতোয়, এই গেরুয়া প'রে, দু'পয়সা আদায় ক'র্ত্তে হবে। সেজে বেশ সুবিধা আছে, ভণ্ডের ভণ্ডামীতে সাধুর চেয়ে সত্য ব'লে মনে হয়। মনে ধর্ম্মভাব আন্‌তে হ'চ্চে কি কষ্টকর! একা মানুষ তিন রকম ক'রে বেড়াচ্চি—বোঝে কে? অদ্ভুত! আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পরম সৌভাগ্যশালিনী। আমি তার প্রেমে অন্ধ। আমি আমার প্রথম পক্ষের ছেলেদের দূর ক'রে দিয়েছি, আর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গহনাপত্রে তোমার ও বপু সাজিয়েছি।—আহা মজে আছি ম'রে আছি, তোমায় বড় সুন্দর দেখি—প্রিয়ে আমার। তুমি আমার প্রাণে খিদের পর আহারের মত সুন্দর, ঝগড়ার মত মধুর। তোমার মা তোমায় দাসী বৃত্তি ক'রে মানুষ ক'রেছিল, তুমি খেতে পেতে না—আমি তাই যত ইতরোমি ক'রে তোমার জন্যে সঞ্চয় ক'চ্চি। তুমি আমার প্রাণের ঈর্ষা, ক্ষুধার জ্বালা। আমি প্রথম পক্ষের স্ত্রীতে এতটা উপভোগ করিনি প্রিয়ে—তুমি আমার উপযুক্ত স্ত্রী এসেছ। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা ম'রেছে' আমি তোমার প্রেমে অন্ধ—তুমি কৈ প্রেয়সি?

(অধর হেমেন ও রমেনের প্রবেশ।)

হেমেন। এই যে প্রাণনাথ—

জরদ্। কে বাবা তোমরা?

রমেন। আমরা ভূত (জরদ্গবকে প্রহার।)

জরদ্। ভূত তো এ রকম মাচ্চো কেন বাবা?

হেমেন। কেমন রোগ দাঁড়িয়ে গিয়েছে বাবা।

(জরদ্গবকে প্রহার ও মার খাইতে খাইতে জরদ্গবের পলায়ন।)

এ ব্যাটা একটা মস্ত Tragedy.

অধর। কিন্তু বাবা—কি Comedyই হ'চ্চে।

রমেন। স্ত্রীগুলো বড় বেড়ে উঠেছিল—কোন যুক্তি তর্কই মান্‌ছিল না আর।

অধর। অধম স্ত্রী জাতি—দর্শন জানে না যে।

হেমেন। পয়সা-পয়সা ক'রে জ্বালাতন ক'রে তুলেছিল, মনে ক'রেছে যেন আমরা এক একটা পয়সার গাছ।

অধর!—কিন্তু যে ফল শূন্য তা বুঝ্‌তে পেরেছে।

রমেন। আমি তাদের উপর বড়ই চোটে গিয়েছি—বলে কি না পয়সা না আন্‌লে বাড়ী ঢুক্‌তে দেবো না।

হেমেন। আমরাই বা ঢুক্‌তে চাইছি কোন্—শুধু এই মরা গিয়েছে, বাস্। এখন দেখুক্ কি নাম—আর হৈ চৈ।

রমেন। আমার ছবি বোধ হয় খুব দামে বিক্রী হ'চ্চে। একবার দেখ্‌লে হ'তো, কি ক'চ্চে তারা সব।

অধর। খুব কাঁদ্‌ছে, খুব কাঁদ্‌ছে—

রমেন। কাঁদুক্ কাঁদুক্—এইবার একটু বুঝ্‌তে পার্ব্বেই।

অধর। খবরের কাগজে কি লিখেছে তা জানো?

হেমেন। না।

অধর। লিখেছে, তিনজন প্রতিভাবান পুরুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে একজনকে কুকুরে কামড়ায়, তারপর তারা তিনজনেই—পরস্পরে কামড়াকামড়ি ক'রে ম'রেছে।

হেমেন। বল কি—লোকেও তাই বিশ্বাস ক'চ্চে।

অধর তা না হ'লে কি আর স্ত্রীগুলো কাঁদ্‌তে সুরু করে—

রমেন।—ধন্য সম্পাদক মহাশয়!

হেমেন। এখন আমাদের কেবল গা ঢাকা হ'য়ে থাকা। শোক-সভাদি যা হ'চ্চে হ'ক্‌গে।

রমেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ঐ জরদ্গব শালাকে ঠেঙ্গানো।

অধর। আমরা কিন্তু এখন ম'রে আছি।—দার্শনিক ভাবে চলার কি মজা দেখেছ?

হেমেন। এটা খুব দার্শনিক হ'য়েছে।

(নগেনের প্রবেশ।)

নগেন। মশাই, আপনারা আমার হাতে লাঠি দিয়ে পরের বাড়ীতে সাঁধ ক'রিয়ে দিলেন, তারপর তারা যেই আমাকে ধ'রে মার্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লে,—আর আপনারা পালালেন।

হেমেন। আমরা কি পালাতাম! আপনি মার খেলেন যে! আপনি যদি মার্ত্তে পারতেন—তো দেখতেন আমরা কি ক'র্ত্তাম। যুদ্ধ শিখিয়ে দেওয়াতেও আপনি মার্ত্তে পা'ল্লেন না।

অধর। যাক্‌-ও। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ"। আপনি মার খান, তবু তারা বুঝতে পার্‌লে যে, আমরা মার্ত্তে গিছলাম।

রমেন। হ্যাঁ, এতে বেশ প্রমাণ হ'লো যে, আমাদের সাহস খুব আছে।—আপনাকে কি বড্ড মেরেছে ?

নগেন। আর থাক্ সে কথা।

হেমেন।—গায়ে ব্যথা হবে ব'লে কি মনে ক'চ্চেন্ ?

নগেন। আর থাক্।

রমেন। তাই তো আমরা মার্ত্তে গিয়েছি দেখেও—ভয় ক'ল্লে না তারা।

হেমেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই, এ পালান'তে দোষ হয়নি আমাদের।

অধর। মারুক্—ওতে আপনার গা শক্ত হ'য়ে যাবে।

রমেন। তবে এ মার খাওয়া আপনার পক্ষে ভালই হ'য়েছে।

——

৯ম দৃশ্য।

অধরের বাটীর সম্মুখ। সন্ধ্যা।

(থিয়েটারের ম্যানেজার, সম্পাদক, হেমেন প্রভৃতি।)

থি-ম্যানে। আহা ম'রে গেল, কি নাটকই লিখে গিয়েছে। অতি উঁচু দরের কবি, আমরা থিয়েটার ক'রে এ রকম কখন ফল পাইনি। নাটকের মতন নাটক লিখে গিয়েছে।

সম্পা। আহা কি অল্প বয়েসেই মারা গেল। ভাষার একটা গৌরব।

বিমল। রমেন বাবুর ছবি গুলোও একটা জিনিস।

এ রকম সুন্দর ছবি, আর আমি কারও হাতের দেখি নি। ভাবে, কল্পনায় ও আঁকায়, অতি উচ্চ।

সম্পা। অধর বাবুর ঈশ্বর-ভক্তি-প্রবন্ধ প'ড়েও আমরা ভারি তৃপ্তি পেয়েছি। ভক্তির দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান উপলব্ধি ক'র্ত্তে পারা যায় ; ভক্তি—অন্ধতা বা গোঁড়ামি নয়। ভক্তি বিনা কাহার সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় হওয়া অসম্ভব। তর্কের কুটিল গতি ভক্তিতে সরল ক'রে দেয়। কিন্তু হায়! ম'রে গেল এমন লোক—

বিমল। দিনের পর দিন যায় আবার সে আসে। কিন্তু মানুষ যায় আর আসে না। মানুষ গুণের পূজা করে, কিন্তু যার গুণ তাকে চায় না।

থি-ম্যানে। কোন একটা জিনিস ঠিক বোঝা বড় কঠিন, কটা লোকে তা বুঝতে পারে। কদাচ একজন বোঝে আর সকলে তার পেছনে ধুয়ো ধরে বৈ তো নয়।

বিমল।—সেই দেশেরই উন্নতি হয়—যে দেশের লোকে গুণের পূজায় গুণীকে বাড়ায়। যাতে গুণ শুকিয়ে না মরে। অজ্ঞাতে কত প্রতিভার যে মৃত্যু হয়, তা কে জানে।

সম্পা। একজন কে আসছে এই দিকে না?

(জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ।)

মশাই, আপনি কি চেনেন্—এই অধর বাবুর বাড়ী না?

ব্যক্তি। হ্যাঁ—সে আমার আত্মীয় হয়।

সম্পা। তবে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়ে ভালই হ'য়েছে। আমরা শোক-সভাদি ক'রে—আর ইনি একজন থিয়েটারের ম্যানেজার, সাহায্য-রজনী উপলক্ষে কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'র্ত্তে,

পেরেছি--আর এই বিমলবাবু স্বনামখ্যাত, মহা সম্পদশালী, উৎসাহপ্রদাতা, গুণগ্রাহী যুবা। ইনি একাই সকলের অধিক। যা হোক্ আমরা সকলে যৎসামান্য কিছু এনেছি—রমেনবাবু, অধরবাবু ও হেমেনবাবুর স্ত্রীদের দিতে, তাঁরা গ্রহণ ক'ল্লে, আমরা বড় সুখী হবো।

বিমল। তা ছাড়া, আমরা আরও দুঃখ জানাতে এসেছি যে,—তাঁরা কি রত্নই সব হারিয়েছেন!

(নেপথ্যে) ওগো, তোমরা কোথায় গেলে গো—এরা যে আমাদের পয়সা দিতে এসেছে। তোমরা যে পয়সা কখন চোখে দেখ্‌তে পাওনি গো—

বিমল। আহা—তাঁদের জীবিত অবস্থায় যদি আমরা তাদের চিন্‌তে পার্ত্তাম।

(হেমেন রমেন ও অধরের পার্শ্ব হইতে প্রবেশ।)

অধর।—তা হ'লে কি আর আমরাই ম'র্ত্তাম।

থি-ম্যানে। আপনারা কে?

রমেন। আমরা কেউ নই। শুধু একটা ভুল ক'রে গিয়েছিলাম তাই শোধ্‌রাতে এসেছি।

হেমেন। বুঝতে পাচ্চেন না? আমরা আপনাদের আত্মজীবনী লিখে রেখে যেতে ভুলে গিছলাম।

বিমল আপনারা কে?

অধর। আমরা একটা মহাগোলমেলে দল। আর তার মধ্যে আমি Fire, বুঝেছেন?

(ব্যক্তির প্রস্থান।)

রমেন। আর যাদের জন্য শোক-সভাদি হ'য়ে গিয়েছে।

হেমেন। যারা ভূত হ'য়ে ম'রে র'য়েছে।

সম্পা। আপনারা কি তা হ'লে বেঁচে আছেন্?

অধর। না কোন মতেই না। স্ত্রীদের তাড়নায় আমরা ম'রে আছি।

রমেন। আমরা ম'রে এ বেশ আছি।

হেমেন। নাম-টাম যখন ম'লেই হয়—আমাদের এ ম'রেই থাকতে হবে।—ও বেঁচে কোন স্নুবিধা নেই।

বিমল। আশ্চর্য্য! যারা এই রকম পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়, তারাই দিয়ে যায় জগতে কত অমূল্য জিনিস। প্রতি-ভার গতি বিধি কি এই রকমই হয়?

অধর। ঐ জরদ্‌গব আস্‌ছে—আপনারা ওকে চেনেন্ কি? দেখুন্—আস্‌ছে।

বিমল। আমরা ওকে বিলক্ষণ চিনি। ও ভড়ং দেখিয়ে লোক ঠকাতে খুব পারে। চক্‌চকানিতে পেতলও অনেক সময় খাঁটি সোনাকে হার মানায়।

থি-ম্যানে। আর আপনাদের উপর ওর ভয়ানক ঈর্ষা। আপনাদের প্রতিপত্তি দেখলে ও জ্বলে ম'র্ব্বে। মৃত্যু ওর'ই হ'লো দেখছি।

সম্পা।—এই সরল উদাস ভাব-রাজ্যে আপনাদেরই অধিকার, ওর সেখানে স্থান নেই।

(জরদ্‌গবের প্রবেশ।)

হেমেন। এসো চাঁদ—আমরা ম'রেছি ভেবে তুমি ভারি লাফাচ্ছিলে যে—মারটা মনে আছে?

(পার্শ্বে জরদ্‌গব দণ্ডায়মান—ও সকলের গান আরম্ভ।)

গান।

আপদ দাপট, তুমি দ্বিপদ,
তোমায় কি আর কবো—
ওহে জরদ্‌গবো!
তুমি দাঁড়াও এসে, তোমায় চিন্‌ক্‌ সবাই
গুণীর আদর হয় না সেথা
ধনীর দ্বারে, তোমার গমন সেথা।
আপদ দাপট—ইত্যাদি।
তোমার আছে পাকা দাড়ি
গায়ের রোঁয়া কাঁড়ি কাঁড়ি,
তুমি তাই দেখিয়ে লোক ঠকিয়ে, খাচ্চ খাসা····
তোমায় কবে চিঁড়িয়া খানায় নিয়ে যাবে
—ওহে জরদ্‌গবো!
তোমার বিষে আমরা বুঝি জর্জ্জরিত হ'য়ে যাবো,
তুমি ভাবছ ব'সে কবে ম'র্ব্বে কেবা
তাহার গায়ের মাংস খাবো—
(ওহে) আপদ দাপট ইত্যাদি।

জরদ। আমি ফিরে চল্লাম—কিন্তু জরদ্‌গব আছি, থাকবোও।

(জরদ্‌গবের প্রস্থান।)

সম্পা। আপনারা আবার দেশের কল্যাণে কাজ করুন, দীর্ঘজীবি হউন্, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

হেমেন। বেশ তা করুন, আপনাদের এ অনুগ্রহ।

রমেন। আপনাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রৈলাম।

অধর। আর আপনারা যে আমাদের মর্ম্ম বুঝতে পারলেন তাতে সুখী হ'লাম।

বিমল। আপনারা জীবিত আছেন দেখে আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত ফিরে চ'ল্লাম।

রমেন। --স্ত্রী গুলোদের জব্দ ক'র্ত্তে—শেষে না ম'লে আর কিছুতেই হ'ল না।

অধর। তা ছাড়া এটা একটা দার্শনিক আবিষ্কার।

হেমেন। আমরা ব'লতাম,তারা বিশ্বাস ক'র্ত্তো না—এখন দেখুক্ কি নাম আর হৈ চৈ।

রমেন। কিন্তু এখন আমাদের একটা বেশ প্রতিপত্তি দাঁড়িয়ে গেল।

অধর। এই মানুষ কিছু বলা যায় না কখন কি কার হয়, নাম বেরোতে তো বেশীক্ষণ নয়।

১০ম দৃশ্য।

হেমেনের বহির্ব্বাটী। সকাল।

হেমেন। কি দেখলে তো কেমন মজা। মিথ্যে ম'রেই এই!

চঞ্চলা। আমরা আগে ভাবতুম যে তোমরা ম'লেই বাঁচি, কিন্তু এখন দেখছি যে—তাতে আমাদের একটু আধটু কষ্ট হয়। আর এত হবে কে জানতো!

হেমেন। এখন যদি ব'লি তো আমার রচিত একটা গান গাইতে পারো বোধ হয়?

চঞ্চলা। তা পারি।

হেমেন। আচ্ছা গাও।

গান।

ঐ চাঁদের কিরণে পাপিয়ার গানে
কোথা ভেসে যায় প্রাণ।
সুখ-যামিনী আজি আসিয়াছে—
ধীরে মলয় বায়—পুলকিয়া ধরায়—
পুষ্পিত-বন-সৌরভ ঐ ভেসে যায় তায়
মধুভরা প্রাণ এনেছে তাহার
তোমারে সে ভাল বাসিয়াছে—
বলগো সজনি, এ সুখ-রজনী—
তুমি কেন ম্রিয়মান।

হেমেন। পালাও পালাও শিগ্‌গির, এখানে আসছে সবাই—
(স্ত্রীকে তাড়া করিয়া বিদায় করণ এবং বিমল, অধর ও রমেনের প্রবেশ।)

হেমেন। আসুন্—আসুন্ সব।

বিমল। এই যে এসেছি সব।

অধর। ওহে—আজ দিনটা বেশ মন্দ লাগছে না—এসো একটা গান গাওয়া যাক্ তার পর কথা বার্ত্তা হবে।

হেমেন। তাই তো কি গাওয়া যায় ?

রমেন। কেন—"যদি পারি ক'রে হৃদয় দান"—সেই গানটা ?

বিমল। বেশ গান, আমিও যোগ দেবোখন—

গান।

যদি মাথার উপরে গর্জ্জে অশনি,
পরাণ কাঁপে গো ভয়েতে জননি ;
তবু তোমর চরণ সেবিয়া মরণ,
—সেও ভাল দেবি, সেও ভাল।

যদি পারি ক'রে হৃদয় দান—
ভাষায় বর্ণে সঙ্গীতে জ্ঞানে,
মানব মনের অনল নিভায়ে
করিতে শীতল পরের প্রাণ।
লহ গো মোদের
অশ্রুসিক্ত হৃদয় ভক্তি-
দাও গো মোদের
দুঃখ-দৈন্যে অসীম শক্তি !
নমঃ—নমস্তে দিব্য-জ্যোতি
—নমস্তুতে সরস্বতি !

যবনিকা